JAN. 1 2 2000

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকীর মূল্যায়ন

বেসরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে ঃ গৃহায়ন ও নির্মাণ খাতে সরকারি ঃ শিক্ষা জ্বালানি ও পরিবহন খাতে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছরে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৯০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ৯৫ শতাংশ এবং সরকারি খাতে ৮৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ সময় সরকারি খাতের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও পরিবহন খাতে এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে গৃহায়ন (হাউজিং) ও নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকশেষে আয়োজিত প্রেসব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এ মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন তুলে ধরেন। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিল ১৯৯৮ সালের ৪ঠা মার্চ এনইসির বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন পেলেও এর মেয়াদকাল অর্থাৎ বাস্তবায়নের শুরু ধরা হয় ১৯৯৭ সাল।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পনার দলিল যখন তৈরি হয়, তখন বিভিন্ন মহল থেকে 'অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাসী' পরিকল্পনা হিসেবে সমালোচনা করা হয়েছিল; কিন্তু মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একমাত্র শিল্পখাত ছাড়া জাতীয় প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, কৃষি, রপ্তানি, শিল্প স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনার দলিলে যে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল, তার কাছাকাছি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, সুতরাং এ কথা বলা যায়, আমরা সেদিন দিবাস্বপ্ন দেখিনি। পর্যালোচনার দু বছরে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০ হাজার ৭শ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ৫৪ হাজার ৭শ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পনার প্রথমার্ধে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি '৭০-এর দ্বিতীয়ার্ধ, '৮০ ও '৯০-এর দশকের প্রথমার্ধের তুলনায় ২ থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ ও রপ্তানি প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আমরা এখন কোমল সম্ভার অর্থাৎ সফটওয়্যার রপ্তানি শুরু করেছি। আগামী ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ প্রতি বছর ২শ কোটি ডলার মূল্যের সফটওয়্যার রপ্তানি করতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি তথ্য দেন, ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যের সফটওয়্যার বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপে এ রপ্তানি হয়েছে। তিনি আরো জানান, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নে সমুদ্রের তলা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে ভি-স্যাট ক্যাবল লাইন স্থাপনে প্রায় ৯শ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এটা ৯ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে শেষ করা যাবে। সেটা শেষ হলে আরো বেশি পরিমাণে সফটওয়্যার রপ্তানি করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দু বছরে রপ্তানি আয়, বৈদেশিক সাহায্য এবং রেমিট্যান্স প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে। প্রথম দু বছরে রপ্তানির গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ শতাংশ। এর বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৮ সালের বন্যা, দেশে শিল্পখাতে নিম্নহারে প্রবৃদ্ধি, বন্দরের পণ্য খালাসকরণে প্রতিবন্ধকতা, সাময়িক কর্মবিরতি প্রভৃতি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ। পরিকল্পনার প্রথমার্ধে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল গড়ে বছরে ১২ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এর বিপরীতে এ সময় প্রকৃত অর্জিত হয়েছে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

কম প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী দুটি কারণ উল্লেখ করেন। তা হলো বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুৎ ও আর্থিক খাত বিপর্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ফলে শিল্প, রপ্তানি খাত আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন প্রভৃতি খাতে উন্নতি হয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত জনসংখ্যার হার ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সরকার শুরু করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনই এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।